১। বৃক্ষ কবিতায় বৃক্ষ হয়ে উঠেছে কোন্ এক প্রতীকী শক্তি। কবিতা অবলম্বনে বিচার করো।

উত্তর। কবি বলেছেন মানুষের জীবনে সবচেয়ে বেশি দরকার প্রত্যয়, বিশ্বাস। এই বৃক্ষ সনাতন স্থায়ী। সে তার ডালপালা ছড়িয়ে মানুষের মনে আশা জাগায় ভরসা জাগায় বিশ্বাস জাগায়। তাই বৃক্ষ কবির কাছে প্রত্যয়ের মতো।

পৃথিবীতে আদিপ্রাণ রূপ পেয়েছিল তরুতে। তাই সেই চির প্রবীণ-নবীন আবেগ জানিয়েছিল কবিকে। কবি বুঝেছেন এ আহ্বান এর মূলে আছে জীবনধারার গতিকে চিরস্থায়ী করে রাখা। তার জন্য নিজেকে প্রথমে গড়ে তুলতে হবে এবং গাছ যেমন পাতা ফুল ফল দিয়ে সাজায় নিজেকে ঠিক সেইরূপ নিজেকে সাজিয়ে তুলতে হবে। নিজেকে গুছিয়ে নেওয়ার পর আসে আত্ম প্রসারণের তাগিদ। ফুল পাপড়ি গাড়ি প্রতীক। যা দৃষ্টিনন্দন যা মানুষকে আকর্ষণ করে। এরপর থেকে ব্যাপ্তির চরম রূপ। যেখানে শরীরের যাওয়া যায়। যেখানে সেখানে সে চলে যায় এবং তার সঙ্গে যায় তার ইচ্ছাগুলি। কিন্তু যেখানে যেতে পারে না সেখানে যায় তার কথা। সর্বোচ্চ নিজেকে ছড়িয়ে দেবার পর গুটিয়ে নেবার সংযম দেখাতে হয়। কেননা তার শিক্ষা যে বৃক্ষের পাশে। একা একা গাছ দাঁড়িয়ে থাকে ক্রমাগত তারই মতো হতে থাকেন নিঃসঙ্গ একা। জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে একাকীত্বের যন্ত্রণা কে সঙ্গী করে নিজের থেকেই বৃক্ষের কাছে শিখতে থাকেন তার মতো করে বাঁচা এই বাঁচা নানারকম হতে পারে যেমন কখনও মনোময় যে বাঁচার সঙ্গে জড়িয়ে আছে মনের আনন্দ ও সৌন্দর্যের বার্তা।

তারপর কবি বললেন অঙ্গময় বাঁচা তা হল দেহসর্বস্ব। মন যে দেহকে দিয়ে আশ্রয় করে আবার দেহের গন্ডি দুঃসহ ঠেকতেই কবি বলেন প্রাণময় বাঁচা।

কবি বৃক্ষের কাছে শিখে নেন বাইরের গভীর তত্ত্বকে ঢেকে রেখে অন্তরঙ্গ মৃত্তিকায় গূঢ় রূপে স্থাপন করে বাঁচার পথ জেনে নিতে। কবিতা সিংহের কবিতা আছে বিষয়কে যথাযথভাবে তুলে ধরার সামগ্রিক প্রয়াস। মহিলা কবি বলে তিনিও অনুগ্রহ চাননা তিনি পরে অবশ্য অন্যদের নিজের সামর্থ্যের কথা বোঝাতে পেরেছেন।

২। বৃক্ষ কবিতাটি আত্ম উন্মোচনের আত্মরহস্য উন্মোচনের আলোচনা করো।

উত্তর। কবিতা সিংহ উপলব্ধি করেছেন মানুষের জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গাছের পরিবর্তন। তার সঙ্গে অনুভব করেছে পরিবর্তনশীল জগতে বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তা এবং তার ফিরে ফিরে আসার কথা।

মানুষের জীবনে সবচেয়ে বেশি দরকার প্রত্যয়, বিশ্বাস। এই বৃক্ষ সনাতন স্থায়ী। সে তার ডালপালা ছড়িয়ে মানুষের মনে আশা জাগায় ভরসা জাগায় বিশ্বাস জাগায়। তাই বৃক্ষ কবির কাছে প্রত্যয়ের মতো।

মানুষের জন্মের মধ্যে তবুর ইশারা ইঙ্গিত বোঝাতে চেয়েছেন একটা বিশাল বৃক্ষ জন্ম নেয় একটি ছোট্ট বীজ থেকে। সেই বীজ উপযুক্ত আলো হাওয়ায় জলের সান্নিধ্যে অঙ্কুরিত ও বিকশিত হয়ে ওঠে। কবিও প্রথমে মায়ের গর্ভে আশ্রয় পান ভ্রূণ হিসাবে। ধীরে ধীরে সেখানেই তার ঘটে বৃদ্ধি। হাড়ে, মাংসে, শোণিতে মজ্জা গড়ে ওঠে দেহ চোখ কান। মানুষ হয়ে জন্ম নেন তিনি। মায়ের গর্ভ থেকে বেরিয়ে প্রথমে পত্র গুচ্ছের দিকে তারপর আস্তে আস্তে ফুল পাপড়িতে এককথায় বহিরঙ্গের আনন্দ লীলায় মেতে ওঠে।

কবি বলেছেন গাছের বীজ থেকে গাছ হয় সেই গাছের বীজ থেকে হয় নতুন গাছ। কবি দেখেছেন নিজের জীবনের জন্মের থেকে বড়ো পরিবেশে তার বেড়ে ওঠা। সে যখন সৃষ্টির জন্য উন্মাদ অর্থাৎ কবির নিজের বীজ বাতাসে বাতাসে ভেসে যায় তখন কবির ইচ্ছাগুলি ছড়িয়ে পড়ে। দিকে দিকে।

কবি দেখেছেন নিজের জীবনের জন্মের থেকে বড়ো এ পরিবেশে তার বেড়ে ওঠা। সে যখন সৃষ্টির জন্য উন্মাদ অর্থাৎ কবির নিজের বীজ বাতাসে বাতাসে ভেসে যায় তখন কবির ইচ্ছাগুলো ছড়িয়ে পড়ে দিকে দিকে। তারপরও কবিও নিজেকে সংবৃত করে সংকুচিত করে একা বৃক্ষের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে একা দাঁড়িয়ে থাকেন।

জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে একাকীত্বের যন্ত্রণাকে সঙ্গী করে নিজের থেকেই বৃক্ষের কাছে শিখতে থাকেন তার মতো করে বাঁচা এই বাঁচা নানারকম হতে পারে যেমন কখনও মনোময় যে বাঁচার সঙ্গে জড়িয়ে আছে মনের আনন্দ ও সৌন্দর্যের বার্তা।

তারপর কবি বলেছেন অঙ্গময় বাঁচা তা হল দেহসর্বস্ব। মন যে দেহকে দিয়ে আশ্রয় করে আবার দেহের গণ্ডি দুঃসহ ঠেকতেই কবি বলেন প্রাণময় বাঁচা।

কবি বৃক্ষের কাছে শিখে নেন বাইরের গভীর তত্ত্বকে ঢেকে রেখে অন্তরঙ্গ মৃত্তিকায় গূঢ় রূপে স্থাপন করে বাঁচার পথ জেনে নিতে। কবিতা সিংহের কবিতা আছে বিষয়কে যথাযথভাবে তুলে ধরার সামগ্রিক প্রয়াস। মহিলা কবি বলে তিনিও অনুগ্রহ চাননা তিনি পরে অবশ্য অন্যদের নিজের সামর্থ্যের কথা বোঝাতে পেরেছেন।